দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ......

অর্থাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

হোসেনপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ এবং বরগুনা মহিলা কলেজ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। অর্থাভাবে এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ রহিয়াছে। এদিকে শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীরা সীমাহীন দুর্ভোগের শিকারে পরিণত হইতেছেন। খবর সংবাদদাতাদের।

কিশোরগঞ্জ ॥ হোসেনপুর ডিগ্রী কলেজে বর্তমানে ২২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকিলেও তাহারা বহুমুখী সমস্যা ভোগ করিয়া চলিয়াছে। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র ও বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতির অভাবে এই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণ-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

অর্থাভাবে শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

ভাবে ব্যাহত হইতেছে। এই কলেজে কোন কমন রুমও নাই। ছাত্র সংসদ থাকিলেও ঐ সংসদের রুম নাই। খেলার মাঠ ও সরঞ্জামের অভাবে এই কলেজে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয় না। জানা যায়, প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে কলেজের সমস্ত উন্নয়ন কাজ-কর্ম বন্ধ রহিয়াছে। বিগত দুই বছর যাবৎ এডিবির অনুদানও বন্ধ। পরিকল্পিত চারতলা ভবনের একতলা নির্মিত হওয়ার পর নূতন কোন কাজ হইতেছে না! কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাইয়া চলিয়াছেন।

বরগুনা (দঃ) ॥ জেলা শহরে একমাত্র মহিলা কলেজটি বিরাট সমস্যার আবর্তে পতিত হইয়াছে। এখানে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া ও শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ নাই। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে প্রায় ৮ শত ছাত্রী অধ্যয়নরত থাকিলেও জরাজীর্ণ টিনের ঘরে ক্লাস চালানো হয়। প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে এই ঘর সংস্কার করা হয় না। আসবাবপত্রের অভাব প্রকট। ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনায়তন নাই। মাত্র দুইটি টিন সেড ঘরে ছাত্রীরা ক্লাস করিতে বাধ্য হয়। শিক্ষক কক্ষ এবং বিজ্ঞান ভবনের জন্য একটি দালান থাকিলেও সেখানে স্থান সংকুলান হয় না। কলেজের চার ...র দেওয়াল নির্মাণ অসমাপ্ত ...য় পড়িয়া থাকায় ছাত্রীরা ...সুবিধার সম্মুখীন।

...লেজে শিক্ষার প্রয়ো... ...বেশ নাই। তবুও ছাত্র মেয়েদের জন্য ...কায় প্রতিবছর ... ও ভর্তির চাপ